

প্রথম আন্দোলন

সৌদি আরবে বিনিয়োগের আগ্রহ ঢাকার ব্যবসায়ীর

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুঁজতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মো. সামীর সাত্তারের নেতৃত্বে ৬১ সদস্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলটি বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে। ঢাকা চেম্বার ও সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা গতকাল রিয়াদ চেম্বারে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। অন্যদিকে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি সামীর সাত্তার বলেন, গত অর্থবছরের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি ডলার। এটিকে আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানান, ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী।



DCCI, Riyadh chamber agree to boost biz cooperation

FE REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and the Riyadh Chamber of Commerce (RCC) have agreed to enhance bilateral business cooperation between Bangladesh and Saudi Arabia for mutual benefits.

To this effect, the DCCI and the Riyadh chamber signed a memorandum of understanding (MoU) in the Saudi capital of Riyadh on Monday.

DCCI president barrister Md Sameer Sattar and RCC vice-chairman Naif Abdullah Al Rajhi inked the MoU on behalf of their respective organisations on the RCC premises.

Apart from signing the instrument, more than 120 business-to-business (B2B) matchmaking meetings between Bangladeshi and Saudi businessmen were held.

Mr Sameer is leading the largest-ever private-sector business delegation comprising 61 Bangladeshi companies in Saudi Arabia.

Mr Rajhi said Bangladesh has done tremendous development in terms of trade and commerce in recent years.

Both Bangladesh and Saudi Arabia have great prospects of economic transformation and diversification of resources, according to him.

The Saudi trade leader pinned high hopes on the potential investment of Bangladesh in the kingdom.

One of the largest markets in the region, Saudi Arabia could be an attractive for Bangladeshi investors, observed Mr Rajhi.

He also underscored the need to explore new scope of common opportunities in different potential sectors in the KSA and Bangladesh.

Businesses have no boundaries and Saudi entrepreneurs want to do more businesses with their



DCCI President Barrister Md Sameer Sattar and Vice Chairman of Riyadh Chamber Naif Abdullah Al Rajhi exchange documents after signing an MoU in Saudi Arabia on Monday.

Bangladeshi counterpart, according to Mr Rajhi.

On the other hand, Mr Sameer said Saudi Arabia had enormous potential for Bangladeshi businesses.

The signing of the MoU between DCCI and RCC would further cement the bilateral business cooperation in the days to come, he added.

"We feel proud to see our products here in Saudi Arabia, which are made in Bangladesh," cited Mr Sameer.

He further said that Bangladesh had been able to show its resilience, especially in the last decade in terms of economic transformation.

"Since Bangladesh is going to graduate to a middle-income country in 2026, it needs not only market diversification, but also product diversification."

The annual bilateral trade between the two nations is currently \$2 billion.

The delegation comprises investors, especially from IT, agriculture, infrastructure, real estate, energy and power, tourism and hospitality, and education.

The DCCI chief invited Saudi entrepreneurs to particularly invest in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

DCCI senior vice-president SM Golam Faruk Alamgir (Arman), vice-president Md Junaed Ibna Ali, DCCI board members and Murtuza Zulkar Nain Noman, minister (economics) of Bangladesh Embassy in Saudi Arabia, among others, were present.

talhabinhabib@yahoo.com



Bangladeshi businesses have huge potentials in Saudi Arabia: DCCI

BSS. Dhaka

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) president Barrister Sameer Sattar on Monday said that Bangladeshi businesses have huge potentials in Saudi Arabia.

Sameer said this during a business meeting between DCCI and Riyadh Chamber of Commerce followed by an effective B2B match-making session held today on the Riyadh Chamber of Commerce premises in Saudi Arabia.

DCCI president Barrister Md. Sameer Sattar is heading the largest private sector business delegation comprises of 61 Bangladeshi companies to Saudi Arabia, said a press release.

Sameer said, "We feel proud to see our products here in Saudi Arabia... Bangladesh has been able to show its resilience especially in the last decade in terms of economic transformation."

He said since Bangladesh is going to graduate into middle income country in 2026, the country needs not only market diversification, but also product diversification. Noting that the bilateral trade between Bangladesh and Saudi Arabia reached \$2 billion, Sameer said the figure, however, does not reflect the inherent potential of businesses.

He said that the business delegation, led by DCCI, comprises of eminent large investors of Bangladesh especially from IT, agro, infrastructure, construction

and real estate, energy and power, tourism and hospitality, education etc. and all of them are eager to expand their business with Saudi Arabia.

The DCCI president also invited Saudi entrepreneurs to invest especially in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

During the meeting, Naif Abdullah Al Rajhi, vice chairman, Riyadh Chamber of Commerce said that Bangladesh in recent past has done a tremendous development in terms of trade and commerce.

He said both Bangladesh and Saudi Arabia have great prospects of economic transformation and diversification of resources. Rajhi also expressed his high hope that Bangladeshi investors will soon have a major share in the investment landscape of Saudi Arabia.

"Saudi market, one of the largest markets in the region can be attractive for Bangladeshi investors," he said underscoring the need for exploring new scopes of common opportunities that Saudi Arabia and Bangladesh enjoy in different potential sectors.

The vice chairman of Riyadh Chamber of Commerce also said businesses have no boundaries while Saudi entrepreneurs want to do more businesses with their Bangladeshi counterpart.

Later, the business meeting with more than 120 B2B match-makings between Bangladeshi and Saudi businessmen were held.

Saudi entrepreneurs urged to invest in Bangladesh

Daily Sun Report, Dhaka

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Barrister Md Sameer Sattar has called on Saudi entrepreneurs to invest especially in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

This call for investment came during a business meeting between the DCCI and the Riyadh Chamber of Commerce, which was followed by an effective B2B matchmaking session on Monday, at the Riyadh Chamber of Commerce premises in Saudi Arabia. The DCCI president is leading a sizable private sector business delegation of 61 Bangladeshi companies to Saudi Arabia.

At the meeting, Naif Abdullah Al Rajhi, vice chairman of the Riyadh Chamber of Commerce, acknowledged the significant development in trade and commerce that Bangladesh has achieved recently.

সমঝোতা

ডিসিসিআই ও রিয়াদ চেম্বারের সমঝোতা স্মারক সই

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল সৌদি আরবের রিয়াদে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়।

ঢাকা চেম্বারের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে ডিসিসিআই এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা ও বিটুবি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতির নেতৃত্বে ৬১ সদস্যের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল সৌদি আরব সফর করেছে।

অনুষ্ঠানে নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন, কেননা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, গত অর্ধবছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল দুই বিলিয়ন ডলার। এটা বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তথ্যপ্রযুক্তি ফিনটেক লজিস্টিক খাতে সৌদি আরবের বিনিয়োগ আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা এবং বিটুবি সেশন রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তারের নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলটি বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছেন।

ঢাকা চেম্বারের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরো বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন, কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরো আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, গত অর্থবছরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তবে এটাকে আরো উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। আগামী দিনে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

Mem

Indiv
of 1
dated

BD business team visits S Arabia to explore trade scopes

Bangladeshi business leaders are seeking to boost trade and explore new opportunities with Saudi Arabia, as the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) leads the country's biggest commerce delegation to the Kingdom on Sunday.

Dhaka and Riyadh have seen a rise in opportunities for cooperation since March, when a delegation led by Saudi Commerce Minister Majid bin Abdullah Al-Qasabi visited the Bangladeshi capital at the invitation of the government and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry - the country's apex commerce body.

Saudi Arabia had entered Bangladesh's energy, seaport and agriculture industries through the signing of several investment agreements at the time, as the two nations' chambers of commerce established a joint council to navigate bilateral business ties.

A delegation comprising dozens of business leaders from top Bangladeshi companies departed for Riyadh on Sunday for a visit aimed at enhancing commercial ties.

"This is going to be the biggest business delegation from Bangladesh to Saudi Arabia in recent years. Fifty-three businessmen from different leading companies will be part of the delegation," DCCI

President Sameer Sattar, who will be leading the delegation, told Arab News ahead of the trip.

"We want to further increase our exposure to the Middle Eastern market," Sattar said. "There are huge potentials to boost our bilateral trade as we are working to widen the scope in export diversification."

The Bangladeshi business delegation includes some of the country's largest conglomerates, such as the United Group and IFAD Group, which are known for construction and healthcare and automobile and consumer packaged goods, respectively.

"We want to meet the right potential partners and companies in Saudi Arabia, with whom we can build joint ventures," United Group director Malik Talha Ismail Bari told Arab News.

"We are moving with multi-faceted goals. If we build their confidence, more and more Saudi companies will invest here," Bari added. "There are options for technological exchanges also, as some of the largest development projects are ongoing in Saudi Arabia."

The United Group has its eyes on "cutting-edge technologies" used in the Kingdom and hopes that Bangladesh can also adopt some of Saudi Arabia's smart city technologies,

Bari said.

The delegation also includes top players in garment, logistics and pharmaceuticals and will hold meetings in various Saudi cities, including Makkah and Madinah.

Bangladeshi businesses are also seeking to attract more Saudi investment in the energy sector, said IFAD Group Vice Chairman Taskeen Ahmed.

"Saudi Arabia is a rich economy. They are investing a lot in the power and energy sector. One of our main goals is to shape up these investments. How can we fit in those investments in our country?" Ahmed told Arab News. "We will also try to work out the investment potential in the automobile and electric vehicles sector."

Genex Infosys, an IT service management company based in Dhaka, said it is aiming to attract investments in telecommunications.

"We want to explore new markets through networking with the Saudi businessmen. We will try to bring some joint venture investments in Bangladesh, especially in telecom infrastructure," Genex Infosys director Enayetul Islam told Arab News.

"Saudi Arabia can be a new market for us," Islam said. "It has a huge potential to be explored." —Arab News

Bangladesh–Saudi Arabia envision continuous growth in trade and investment

The Vice Chairman of the Riyadh Chamber of Commerce, Naif Abdullah Al Rajhi, has said Bangladesh has made remarkable progress in recent times in the field of commerce and trade.

He emphasised that both Bangladesh and Saudi Arabia hold potential for further economic development and diversification of assets through bilateral business and investments, according to a press release on Monday.

He expressed optimism that Bangladeshi investors would soon become significant contributors to Saudi Arabian investments.

Al Rajhi made the statement during a business meeting and B2B matchmaking session between the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and the Riyadh Chamber of Commerce, said the release.

To strengthen and solidify future bilateral business collaboration, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Riyadh Chamber of Commerce and the DCCI. The MoU aims to enhance the already robust bilateral trade relationship.

Al Rajhi welcomed the Bangladeshi delegation and highlighted the attractive investment opportunities in Saudi Arabia, particularly in sectors such as IT, agricultural products, infrastructure, construction, real estate, energy, garments, ceramics, tourism, and hospitality. He stressed that the business and investment opportunities have no bounds, and Saudi entrepreneurs are keen on expanding their business relationships with their Bangladeshi counterparts, added the release.

MSamir Sattar, president of the DCCI, expressed pride in the quality of products being produced in Bangladesh, indicating that Bangladesh's economy has been steadily expanding over the past decade. He noted that the country is on track to becoming a developed nation by 2026, and not only does it offer market diversity, but product diversity as well, it said.

While the current bilateral trade stands at \$2 billion, it is believed that this figure does not fully reflect the untapped potential. Representatives from Dhaka Chamber of Commerce who were part of the delegation to Saudi Arabia included prominent Bangladeshi investors from various sectors, all of whom are eager to expand their business collaborations with Saudi Arabia.

The DCCI delegation is scheduled to meet with the Makkah Chamber of Commerce on November 1, for a similar round of discussions and a B2B matchmaking session.

The meeting was attended by Economic Minister of Bangladesh Embassy in Saudi Arabia Murtuza Zulkar Nain Noman and the Commercial Counselor of the Bangladesh Consulate in Jeddah, Saida Nahida Habiba, to promote and facilitate trade and investment between the two nations, the release said.



Bangladeshi businesses have huge potentials in Saudi Arabia: DCCI President

DHAKA, Oct 30, 2023 (BSS) - Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) president Barrister Sameer Sattar today said that Bangladeshi businesses have huge potentials in Saudi Arabia.

Sameer said this during a business meeting between DCCI and Riyadh Chamber of Commerce followed by an effective B2B match-making session held today on the Riyadh Chamber of Commerce premises in Saudi Arabia.

DCCI president Barrister Md. Sameer Sattar is heading the largest private sector business delegation comprises of 61 Bangladeshi companies to Saudi Arabia, said a press release.

Sameer said, "We feel proud to see our products here in Saudi Arabia... Bangladesh has been able to show its resilience especially in the last decade in terms of economic transformation."

He said since Bangladesh is going to graduate into middle income country in 2026, the country needs not only market diversification, but also product diversification.

Noting that the bilateral trade between Bangladesh and Saudi Arabia reached \$2 billion, Sameer said the figure, however, does not reflect the inherent potential of businesses.

He said that the business delegation, led by DCCI, comprises of eminent large investors of Bangladesh especially from IT, agro, infrastructure, construction and real estate, energy and power, tourism and hospitality, education etc. and all of them are eager to expand their business with Saudi Arabia.

The DCCI president also invited Saudi entrepreneurs to invest especially in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

During the meeting, Naif Abdullah Al Rajhi, vice chairman, Riyadh Chamber of Commerce said that Bangladesh in recent past has done a tremendous development in terms of trade and commerce.

He said both Bangladesh and Saudi Arabia have great prospects of economic transformation and diversification of resources.

Rajhi also expressed his high hope that Bangladeshi investors will soon have a major share in the investment landscape of Saudi Arabia.

"Saudi market, one of the largest markets in the region can be attractive for Bangladeshi investors," he said underscoring the need for exploring new scopes of common opportunities that Saudi Arabia and Bangladesh enjoy in different potential sectors.

The vice chairman of Riyadh Chamber of Commerce also said businesses have no boundaries while Saudi entrepreneurs want to do more businesses with their Bangladeshi counterpart.

Later, the business meeting with more than 120 B2B match-makings between Bangladeshi and Saudi businessmen were held.

Meanwhile, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Riyadh Chamber of Commerce and DCCI with a view to further cementing the bilateral business cooperation in the days to come.

Barrister Md. Sameer Sattar, president, DCCI and Naif Abdullah Al Rajhi, vice chairman, Riyadh Chamber of Commerce signed the MoU on behalf of their respective organizations.

DCCI senior vice president SM Golam Faruk Alamgir (Arman), vice president Md. Junaed Ibna Ali, members of the board of directors, Minister (Economic), Bangladesh Embassy in Saudi Arabia Murtuza Zulkar Nain Noman were present, among others, on the occasion.

দৈনিক বাংলা

ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে বাংলাদেশ

রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নায়েফ আবদুল্লাহ আল রাজি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও সৌদি আরব উভয় দেশেরই আরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার ও বিনিয়োগের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।' তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, 'শীঘ্রই বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীরা সৌদি আরবের বিনিয়োগের বড় অংশীদার হবেন।'

তিনি আজ সৌদি আরবের রিয়াদে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যে ব্যবসায়িক বৈঠক এবং বিটুবি আগামীতে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান নায়েফ আবদুল্লাহ আল রাজি ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার স্বাক্ষর করেন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে ৬১টি বাংলাদেশি কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বেসরকারি খাতের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সৌদি সফর করছেন।

নায়েফ আবদুল্লাহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। বৈঠকে সৌদি বাজার, উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম বাজার যা বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে বলে তিনি জানান। তিনি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে সৌদি ও বাংলাদেশের নতুন ও অভিন্ন সুযোগ অন্বেষণের ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের কোনো সীমা নেই এবং সৌদি উদ্যোক্তারাও তাদের বাংলাদেশি বন্ধুদের সাথে আরও ব্যবসা করতে আগ্রহী।'

ঢাকা চেম্বার সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, 'আমরা সৌদি আরবে বাংলাদেশে তৈরি পণ্য দেখে গর্ববোধ করি।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত এক দশকে তার বাজার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং বিদ্যমান নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে ক্রমবর্ধমান হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে, কাজেই শুধু বাজার বৈচিত্র্য নয়, পণ্য বৈচিত্র্যও প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে তবে এই সংখ্যাটি অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনাকে সবটুকু প্রতিফলিত করে না।'

তিনি বলেন, 'ঢাকা চেম্বারের এ ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বড় বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে আইটি, কৃষি পণ্য, অবকাঠামো, নির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, গার্মেন্টস পণ্য, সিরামিক পণ্য, পর্ষটন ও আতিথেয়তা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং তারা সবাই তাদের সৌদি আরবের সাথে ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহী।' পরে তিনি সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের উল্লেখ করে স্মার্ট ফার্মিং, আইটি, ফিন্টেক, লজিস্টিকস এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ঢাকা চেম্বারের এ প্রতিনিধি দলে চেম্বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ ব্যবসায়ীরা অন্তর্ভুক্ত আছেন। উল্লেখ্য যে, ঢাকা চেম্বারের এ প্রতিনিধি দলের আগামী ০১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মক্কা চেম্বার অব কমার্স এর সাথে অনুরূপ বৈঠক এবং বিটুবি ম্যাচ মেকিং সেশন নির্ধারিত রয়েছে। এ বৈঠকে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষে ইকনমিক মিনিষ্টার মুর্তুজা জুলকার নাজিন নোমান এবং জেদ্দাহ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর সৈয়দা নাহিদা হাবিবা উপস্থিত ছিলেন।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

গোড়ার কাগজ

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সম্ভাবনাময় গন্তব্য সৌদি



সামীর সাত্তার

কাগজ প্রতিবেদক : বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেছে বলে জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর আরো বেশি হারে মনোনিবেশ করতে হবে। ডিসিসিআই সভাপতি জানান, গত অর্ধশতাব্দীর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন ডলার, তবে এটাকে আরো উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ঢাকা চেম্বারের

প্রতিনিধিদলে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্য প্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল সেমবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এর মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা এবং বিটুবি সেশন রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তারের নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে।

বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ

রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরো বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন, কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরো আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে দুই দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যকার প্রায় ১২০টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আবমান), মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতবাসের মিনিস্টার (ইকোনোমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনসুলার (বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা) সৈয়দা নাহিদা হাবিবা।

সংবাদ

বাংলাদেশের মুখপত্র

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় : ঢাকা চেম্বার

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি সামীর সান্তার। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা এবং বিটুবি সেশন সোমবার (৩০ অক্টোবর) রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সেশনে তিনি এমন মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, ডিসিসিআই সভাপতি সামীর সান্তারের নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে।

বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আবদুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন, কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরও আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান।

DCCI: Bangladeshi businesses have huge potential in Saudi Arabia

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Barrister Sameer Sattar on Monday said that Bangladeshi businesses have huge potential in Saudi Arabia.

Sameer said this during a business meeting between DCCI and Riyadh Chamber of Commerce followed by an effective B2B match-making session held today on the Riyadh Chamber of Commerce premises in Saudi Arabia.

DCCI President Barrister Md. Sameer Sattar is heading the largest private sector business delegation of 61 Bangladeshi companies to Saudi Arabia, said a press release.

Sameer said: "We feel proud to see our products here in Saudi Arabia... Bangladesh has been able to show its resilience especially in the last decade in terms of economic transformation." He said since Bangladesh is going to graduate into a middle income country in 2026, the country needs not only market diversification, but also product diversification.

Noting that the bilateral trade between Bangladesh and Saudi Arabia reached \$2 billion, Sameer said the figure, however, does not reflect the inherent potential of businesses. He said that the business delegation, led by DCCI, comprises eminent large investors of Bangladesh especially from IT, agro, infrastructure, construction and real estate, energy and power, tourism and hospitality, education etc. and all of them are eager to expand their business with Saudi Arabia.

The DCCI president also invited Saudi entrepreneurs to invest especially in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

During the meeting, Naif Abdullah Al Rajhi, vice-chairman, Riyadh Chamber of Commerce said that Bangladesh in the recent past has done a tremendous development in terms of trade and commerce.

He said both Bangladesh and Saudi Arabia have great prospects of economic transformation and diversification of resources.

Rajhi also expressed his high hope that Bangladeshi investors will soon have a major share in the investment landscape of Saudi Arabia.

"Saudi market, one of the largest markets in the region, can be attractive for Bangladeshi investors," he said, underscoring the need for exploring new scopes of common opportunities that Saudi Arabia and Bangladesh enjoy in different potential sectors.

"Saudi market, one of the largest markets in the region, can be attractive for Bangladeshi investors," he said, underscoring the need for exploring new scopes of common opportunities that Saudi Arabia and Bangladesh enjoy in different potential sectors.

The vice-chairman of Riyadh Chamber of Commerce also said businesses have no boundaries while Saudi entrepreneurs want to do more business with their Bangladeshi counterparts.

Later, the business meeting with more than 120 B2B match-makings between Bangladeshi and Saudi businessmen were held.

Meanwhile, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Riyadh Chamber of Commerce and DCCI with a view to further cementing the bilateral business cooperation in the days to come.

Barrister Md Sameer Sattar, president, DCCI and Naif Abdullah Al Rajhi, vice-chairman, Riyadh Chamber of Commerce signed the MoU on behalf of their respective organizations.

DCCI Senior Vice-President SM Golam Faruk Alamgir (Arman), Vice-President Md Junaed Ibna Ali, members of the board of directors, Minister (Economic), Bangladesh Embassy in Saudi Arabia Murtuza Zulkar Nain Noman were present, among others, on the occasion.

সৌদি বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে

ঢাকা: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার সামীর সাত্তার বলেছেন, বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

সোমবার (৩০ অক্টোবর) ডিসিসিআই এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি

ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার সামীর সাত্তারের নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করেছে।

অনুষ্ঠানে সামীর সাত্তার বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সৌদি আরবের বাজারে ব্যবহারের চাহিদা আমাদের সত্যিই গর্বিত করে। তিনি বলেন, বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এক্ষেত্রে সক্ষমতা তুলে ধরেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিনিধি দলে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

তিনি আরো বলেন, অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুদেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলামগীর (আরমান), সহ-সভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (ইকোনমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনসুলার (বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা) সৈয়দা নাহিদা হাবিবা।

Dhaka-Riyadh have ample scope for economic transformation, resource diversification

DCCI President says in a business meetings with Riyadh Chamber

Business Desk

A business meeting between Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Riyadh Chamber of Commerce followed by an effective B2B match-making session was held on Monday at the Riyadh Chamber of Commerce premises in Saudi Arabia.

President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) Barrister Md. Sameer Sattaris heading the largest private sector business delegation comprises of 61 Bangladeshi companies to Saudi Arabia.

During the meeting Naif Abdullah Al Rajhi, Vice Chairman, Riyadh Chamber of Commerce said that Bangladesh in recent past has done a tremendous development in terms of trade and commerce.

He said both Bangladesh and Saudi Arabia have great prospects of economic transformation and diversification of resources.

He also expressed his high hope that soon Bangladeshi investors will have a major share in the investment landscape of Saudi Arabia. Saudi market, one of the largest markets in the region can be attractive for Bangladeshi investors.

He also underscored to explore new scope of common opportunities that



Saudi and Bangladesh in different potential sectors, saying that businesses have no boundaries and Saudi entrepreneurs want to do more businesses with their Bangladeshi counterpart.

He said "the business delegation led by DCCI comprises of eminent large investors of Bangladesh especially from IT, agro, infrastructure, construction & Real Estate, energy and power, tourism

and hospitality, education etc. and all of them are eager to expand their business with Saudi Arabia. He later invited Saudi entrepreneurs to invest especially in smart farming, IT, fintech, logistics and infrastructure sectors in Bangladesh.

Later the business meeting more than 120 B2B match-makings between Bangladeshi and Saudi businessmen were held.

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময়: ঢাকা চেম্বার

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার। সোমবার (৩০ অক্টোবর) সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সামীর সাত্তারের নেতৃত্বে ৬১ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল অংশ নেয়।

বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দু-দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদিআরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতগুলোতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। কেননা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরও আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার বলেন, ‘বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সৌদি আরবের বাজারে ব্যবহারের চাহিদা আমাদের সত্যিই গর্বিত করে।’ তিনি বলেন, ‘বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেছে।’ তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর আরও বেশি হারে মনোনিবেশ করতে হবে।’

ডিসিসিআই সভাপতি জানান, গত অর্ধবছরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তবে এটাকে আরও উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি দলে তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী।’

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্য প্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে দু-দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যকার প্রায় ১২০টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক সই হয়, যেখানে ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন।

ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলামগীর (আরমান), সহ-সভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (ইকোনোমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনস্যুলার (বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জেদ্দা) সৈয়দা নাহিদা হাবিবা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক

কালবেলা

শ্রদ্ধার পরিষ্ক

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব সম্ভাবনাময়

কালবেলা প্রতিবেদক »

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার সামীর সাত্তার। গতকাল সোমবার সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনায় তিনি এ মন্তব্য করেন। রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সামীর সাত্তারের নেতৃত্বে ৬১ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে দলটি বর্তমানে সৌদি সফরে রয়েছে।

আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, সম্প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুদেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আগামীতে সৌদির সম্ভাবনাময় খাতগুলোয় বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সামীর সাত্তার বলেন, বাংলাদেশ ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে। তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। ডিসিসিআই সভাপতি জানান, গত অর্থবছর বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়। এই অঙ্ক আরও বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে দুদেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রায় ১২০টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়। আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়। সমঝোতা চুক্তি সই করেন ডিসিসিআই সভাপতি সামীর সাত্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ।

ডিসিসিআই ও রিয়াদ চেম্বারের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ও বিটুবি সেশন

সোমবার (৩০ অক্টোবর) রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে ওই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তারের নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে।

বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দু'দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতগুলোতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। কেননা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যে যৌথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সৌদি আরবের বাজারে ব্যবহারের চাহিদা আমাদের সত্যিই গর্বিত করে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেছে। বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর আরও বেশি হারে মনোনিবেশ করতে হবে।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, গত অর্থবছরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তবে এটাকে আরও উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে দু'দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রায় ১২০টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা চেম্বারের সিনিয়র সহ সভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলামগীর (আরমান), সহ সভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (ইকোনমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনসুলার (বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা) সৈয়দা নাহিদা হাবিবা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অবকাঠামো খাতে সৌদি বিনিয়োগের আহ্বান

ডিসিসিআই ও রিয়াদ চেম্বারের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ও সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা এবং বিটুবি সেশন গতকাল সোমবার রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার নেতৃত্বাধীন ৬১ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন, 'সাংস্রতিক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দু-দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। কেননা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরও আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, 'বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সৌদি আরবের বাজারে ব্যবহারের চাহিদা আমাদের সত্যিই গর্বিত করে।' তিনি বলেন, বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা

অবাহত রাখার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে নির্জের সক্ষমতা তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছে। তাই আমাদের পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর আরও বেশি মনোনিবেশ করতে হবে।

ডিসিসিআইয়ের সভাপতি জানান, গত অর্থবছরের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন বা ২০০ কোটি মার্কিন ডলার, তবে এটাকে আরও উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলে তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্য-প্রযুক্তি, ফিনটেক, নজিষ্টিক এবং অবকাঠামো খাতে

বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআইয়ের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহসভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান), সহসভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতবাসের মিনিষ্টার (ইকোনমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনসুলার সৈয়দা নাহিদা হাবিবা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



ডিসিসিআই ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে গতকাল বিনিয়োগসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে সই করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ। সংগৃহীত

‘বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ব্যবসার অফুরন্ত সম্ভাবনা’

রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নায়েফ আবদুল্লাহ আল রাজি বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ও সৌদি আরব উভয় দেশেরই আরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার ও বিনিয়োগের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শীঘ্রই বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীরা সৌদি আরবের বিনিয়োগের বড় অংশীদার হবেন।

সোমবার (৩০ অক্টোবর) রিয়াদে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যে ব্যবসায়িক বৈঠক এবং বিটুবি ম্যাচ মেকিং সেশন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

আগামীতে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে রিয়াদ চেম্বারের ভাইস চেয়ারম্যান নায়েফ আবদুল্লাহ আল রাজি ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে ৬১টি বাংলাদেশি কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বেসরকারি খাতের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সৌদি সফর করছেন।

রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান নায়েফ আবদুল্লাহ আল রাজি বাংলাদেশ প্রতিনিধি বৈঠকে ঢাকা চেম্বার সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সান্তার বলেন, আমরা সৌদি আরবে বাংলাদেশে তৈরি পণ্য দেখে গর্ববোধ করি। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত এক দশকে তার বাজার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং বিদ্যমান নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে ক্রমবর্ধমান রয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে, কাজেই শুধু বাজার বৈচিত্র্য নয়, পণ্য বৈচিত্র্যও প্রয়োজন।

ঢাকা চেম্বারের এ ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বড় বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে আইটি, কৃষি পণ্য, অবকাঠামো, নির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, গার্মেন্টস পণ্য, সিরামিক পণ্য, পর্যটন ও আতিথেয়তা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং তারা সবাই তাদের সৌদি আরবের সাথে ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহী। পরে তিনি সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের উল্লেখ করে স্মার্ট ফার্মিং, আইটি, ফিনটেক, লজিস্টিকস এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ঢাকা চেম্বারের এ প্রতিনিধি দলে চেম্বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান), সহ-সভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ ব্যবসায়ীরা অন্তর্ভুক্ত আছেন।



‘বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময়’

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার।

সোমবার (৩০ অক্টোবর) সৌদি আরবের রিয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা এবং বিটুবি সেশনে একথা বলেন ডিসিসিআই সভাপতি।

ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তারের নেতৃত্বে ৬১ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে পেতে বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে। বাণিজ্য আলোচনার উদ্বোধনী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ডাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ বলেন,

“ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবং সম্পদের বহুমুখীকরণে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। ”

আগামীতে সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতগুলোতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আরও বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন এমন আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদির বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়।’

উভয় দেশের মধ্যকার যৌথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতগুলোয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্যও আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ডাইস চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মোঃ সামীর সাত্তার বলেন, ‘সৌদি আরবের বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিয়ে আমরা সতিাই গর্বিত। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেছে।’

বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে, তাই দেশীয় পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের ওপর আরও বেশি হারে মনোনিবেশ করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন,

“ গত অর্ধবছরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে এটিকে আরও উন্নীতকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতের উদ্যোক্তারা রয়েছেন, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে অত্যন্ত আগ্রহী। ”

এছাড়াও বাংলাদেশের স্মার্ট ফার্মিং, তথ্য প্রযুক্তি, ফিনটেক, লজিস্টিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে দুই দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যকার প্রায় ১২০টি বিটুবি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আগামীতে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে ডিসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ডাইস চেয়ারম্যান নাইফ আব্দুল্লাহ আল রাজিহ নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহসভাপতি এস এম গোলাম ফারুক আলামগীর (আরমান), সহসভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্যদের সদস্যরা, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (ইকোনোমিক) মোরতুজা জুলফিকার নাইন নোমান এবং কমার্শিয়াল কনস্যুলার (বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জেদ্দা) সৈয়দা নাহিদা হাবিবা উপস্থিত ছিলেন

আমাদের অর্থনীতি

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সৌদি আরব অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি

ডে. আবদুল্লাহ আল মাসুদ : [১] ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিএনসিআই) এবং সৌদি আরবের রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এর মধ্যকার মি. পবিত্র বালিফা আলোচনা এবং কিছুটা সেশন সোমবার রিয়াদ চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

[২] বাণিজ্য উন্নয়নের উদ্যোগী সেশনে রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স এর ডাইরেক্টর জেনারেল নাইফ আলমুস্তাফা আল রাহিহি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অর্থনীতিকে আরো পতিষ্ঠা করতে। সম্পদের বহুমুখীকরণে দু-দেশের ব্যবসায়ীদের একত্রিত করা কবার অনেক সুযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আলমুস্তাফা সৌদি আরবের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ ধাতালমুখে বাংলাদেশের উন্নয়নের আরো বেশি হারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। কেননা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য বাজার বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উক্ত সেশনের মধ্যকার যৌথ গূর্ণ্ব সম্মিষ্ট বাস্তব সময়ে আর্থিক পরিষেবা বাণিজ্য ও বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য আরো আহ্বান জানান রিয়াদ চেম্বারের ডাইরেক্টর জেনারেল।

[৩] অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হারিস্টার মো. সাদীক সাহাব বলেন, বাংলাদেশ উপস্থিত পক্ষ সৌদি আরবের উচ্চরে ব্যবসায়ের মহিলা আমাদের সত্যিই গর্বিত করে। বিগতকালের মতো বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারণাবিকল্পিত অব্যাহত রাখার মাধ্যমে একেবারে নিজেসব সম্পত্তা কুলে রয়েছে। [৪] তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ২০২৬ সালে মধ্যম

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য

(সেম পুস্তক পর) আরো বেশি উন্নীত হয়ে, তাই আমাদেরকে পক্ষ বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের উপর আরো বেশি হারে মনোনিবেশ করতে হবে। ডিএনসিআই সভাপতি জানান, গত অর্থবছরের বিপরীতমুখী বাণিজ্যের পরিমেশন ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তবে এক্ষেত্রে আরো উন্নীতকরণের মাধ্যমে সম্ভব হবে।

[৫] সভাপতি বলেন, ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলে তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, অবকাঠামো, নির্মাণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সৌদি আরবে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের খাটো খাটো, তথ্য প্রযুক্তি, জিনিসপত্র, কৃষি-সামগ্রিক এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

[৬] অনুষ্ঠানে দু-দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যকার প্রায় ১২০টি বিটিবি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আলমুস্তাফা বাণিজ্যসম্মেলিত সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যকার সম্মেলিত্য আরো প্রাথমিক হয়, যেখানে ডিএনসিআই সভাপতি হারিস্টার মো. সাদীক সাহাব এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর জেনারেল নাইফ আলমুস্তাফা আল রাহিহি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্মেলিত্য উচিত হোক বলে বলেন।

[৭] ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এস.এম. মোহাম্মদ আজম আলমগীর (মোহাম্মদ), সহ-সভাপতি মো. জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো. সৌদ আরবের নিম্নোক্ত বাংলাদেশ মূতাবাদের মিলিটারি (ইকোনমিক) ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাইন মোবাইল এবং কমার্শিয়াল কনসাল্টার (বাংলাদেশ কনসাল্টার, জেনা) সৈয়দা নাইফ হাবিব এছাড়া উপস্থিত ছিলেন।

[৮] উল্লেখ্য, ডিএনসিআই সভাপতি হারিস্টার মো. সাদীক সাহাবের নেতৃত্বাধীন ৬২ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন গুজর শেখ বর্তমানে সৌদি আরব সফর করছে।